**PER OPPORSI ALLA GUERRA,
E' NECESSARIO LOTTARE PER LE NOSTRE CONDIZIONI DI VITA!
PER DIFENDERE LE NOSTRE CONDIZIONI DI VITA,
E' NECESSARIO OPPORSI ALLA GUERRA!**

Ogni giorno i nostri governanti marciano spediti verso la guerra: Siamo in “un’era di riarmo”, sostiene la Presidente della Commissione Europea che ha presentato in questi giorni il piano “ReArm Europe” del valore di 800 miliardi di euro, finanziato attraverso la possibilità per gli stati membri di aumentare il debito pubblico per le spese militari al di fuori dei vincoli di bilancio, di chiedere prestiti alla Commissione per l’acquisto di armi, nonché di dirottare i Fondi residui di Coesione (finalizzati a “rimuovere gli squilibri economici e sociali”) verso l’industria militare. Mentre Macron propone in questa “nuova era” l’invio di militari europei in Ucraina.

E ci avviciniamo sempre di più ad un’economia di guerra: il governo italiano sta valutando di incentivare la riconversione di parte dell’industria automobilistica nella produzione di mezzi corazzati, droni e tecnologie per la “Difesa”, mentre la produzione civile di Leonardo e Fincantieri è crollata negli ultimi anni rispetto a quella militare. Non solo, sempre più aziende civili stanno convertendo parte (o tutta) della loro produzione al settore bellico, si allunga la catena dei fornitori di chi produce armi o sistemi militari: ad es. Curti Costruzione Meccaniche è passata dalla produzione di macchine tessili ed agricole a quella di droni militari (progetto Amus).

Ciò porterà maggior benessere alla popolazione? Assolutamente no, in quanto le spese militari aumentano a discapito della spesa nei servizi sociali (per sanità, trasporti, scuole, edilizia pubb...), e dovrebbero ulteriormente crescere su richiesta di Usa e Ue, “*superando almeno il 3% del Pil*”, secondo Ursula von der Leyen. Mentre i salari continuano a scendere, perdendo il 7,9% del potere di acquisto rispetto al 2019. E le bollette a salire.

Porterà maggiore sicurezza e tranquillità? La proliferazione degli armamenti assieme alla crisi economica strutturale dei paesi occidentali e alla loro conseguente aggressività internazionale porterà all’aumento dei conflitti sempre più vicino a noi, come avvenuto negli ultimi anni: nel 2024 c’è stato il numero più alto di conflitti dalla seconda guerra mondiale.

L’unica garanzia per avere migliori condizioni di vita siamo noi stessi e la nostra determinazione a lottare per difenderle. Come hanno fatto i lavoratori GLS di Napoli.

Da marzo 2024 i lavoratori e le lavoratrici della GLS di Napoli, driver e facchini, sono stati impegnati in una lotta durissima, con scioperi ad oltranza, blocchi dei magazzini e picchetti, contro il regime di sfruttamento sistematico a cui erano sottoposti. A maggio 2024 hanno ottenuto contratti full-time a tempo indeterminato per tutti. Successivamente l’azienda è passata al contrattacco contro i lavoratori protagonisti della lotta e il loro sindacato: sospensioni e provvedimenti disciplinari di massa, oltre al licenziamento di sessanta persone. Licenziamenti che, grazie alle ulteriori lotte, sono in buona parte rientrati.

Negli ultimi anni, le lotte dei **lavoratori della logistica**, settore cruciale e sempre più *dual use* (civile e militare), hanno rappresentato, nel Nord Italia e ora anche al Sud, la punta più avanzata delle lotte operaie: **un esempio vincente** che è necessario conoscere e seguire specialmente di questi tempi, in cui stanno venendo al pettine **centinaia di situazioni di crisi aziendali anche in Veneto**, con il raddoppio nel veneziano delle ore di cassa integrazione rispetto al 2019.

Ne parliamo con alcuni lavoratori GLS di Napoli

SABATO 15 MARZO ALLE ORE 17.00

CENA BENEFIT Ore 20.30

AL TUTTINPIEDI PIAZZA CANOVA 1 MESTRE

Sosteniamo ed uniamo le lotte per le nostre condizioni di vita, contro la guerra e contro la repressione: ogni lotta rafforza l’altra

Gruppo Antifascista Contro Ogni Green Pass - Ci troviamo ogni martedì dalle ore 20,30 in Piazza Canova 1 (laterale di Viale San Marco) – per contatti: nogpvenezia@anche.no

Mestre, 2025 FIP: v. Fusinato 25

যুদ্ধের বিরোধিতা করার জন্য,
আমাদের জীবনযাত্রার জন্য লড়াই করতে হবে!
আমাদের জীবনযাত্রার অবস্থা রক্ষা করার জন্য,
যুদ্ধের বিরোধিতা করা অপরিহার্য!

প্রতিদিন আমাদের নেতারা যুদ্ধের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছেন: আমরা "পুনঃসজ্জিতকরণের যুগে" আছি, দাবি করেছেন ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি, যিনি সম্প্রতি ৮০০ বিলিয়ন ইউরোর "পুনঃসজ্জিত ইউরোপ" পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছেন, যা সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে বাজেটের সীমাবদ্ধতার বাইরে সামরিক ব্যয়ের জন্য সরকারি ঋণ বৃদ্ধি করার, কমিশনের কাছে অস্ত্র কেনার জন্য ঋণ চাওয়ার, এবং অবশিষ্ট সংহতি তহবিল ("অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভারসাম্যহীনতা দূর করার" লক্ষ্যে) সামরিক শিল্পের দিকে প্রেরণের সম্ভাবনার মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয়েছে। যদিও ম্যাক্রন এই "নতুন যুগে" ইউক্রেনে ইউরোপীয় সৈন্য পাঠানোর প্রস্তাব করেছেন।

এবং আমরা যুদ্ধ অর্থনীতির আরও কাছাকাছি চলে আসছি: ইতালীয় সরকার "প্রতিরক্ষা" এর জন্য সাঁজোয়া যান, ড্রোন এবং প্রযুক্তি উৎপাদনে মোটরগাড়ি শিল্পের একটি অংশকে পুনঃরূপান্তরিত করার কথা বিবেচনা করছে, যেখানে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সামরিক শিল্পের তুলনায় লিওনার্দো এবং ফিনকান্তেরির বেসামরিক উৎপাদন ভেঙে পড়েছে। শুধু তাই নয়, আরও বেশি সংখ্যক বেসামরিক কোম্পানি তাদের উৎপাদনের কিছু অংশ (অথবা সমস্ত) সামরিক খাতে রূপান্তর করছে, যারা অস্ত্র বা সামরিক ব্যবস্থা তৈরি করে তাদের সরবরাহ শৃঙ্খল দীর্ঘ হচ্ছে: যেমন। কার্তি কনস্ট্রাক্শন মেকানিকে টেক্সটাইল এবং কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদন থেকে সামরিক ড্রোনের (আমুস প্রকল্প) দিকে এগিয়ে গেছে।

এটি কি জনগণের জন্য আরও বেশি কল্যাণ বয়ে আনবে? একেবারেই না, কারণ সামাজিক পরিষেবা (স্বাস্থ্যসেবা, পরিবহন, স্কুল, পাবলিক ভবন ইত্যাদি) ব্যয়ের পরিবর্তে সামরিক ব্যয় বাড়ছে, এবং উরসুলা ভন ডের লেইনের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের অনুরোধে "জিডিপি কমপক্ষে ৩% ছাড়িয়ে" আরও বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। যদিও মজুরি ক্রমাগত কমছে, ২০১৯ সালের তুলনায় ৭.৯% ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। এবং বিলও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এটা কি আরও বেশি নিরাপত্তা এবং মানসিক শান্তি বয়ে আনবে? পশ্চিমা দেশগুলির কাঠামোগত অর্থনৈতিক সংকট এবং তাদের ফলস্বরূপ আন্তর্জাতিক আগ্রাসনের সাথে অস্ত্রের বিস্তার আমাদের নিকটবর্তী সংঘাতের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে তুলবে, যেমনটি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ঘটেছে: ২০২৪ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যক সংঘাত হয়েছিল।

উন্নত জীবনযাত্রার একমাত্র গ্যারান্টি হল আমরা এবং তাদের রক্ষার জন্য লড়াই করার আমাদের দৃঢ় সংকল্প। যেমনটি নেপলসের জিএলএস কর্মীরা করেছিলেন।

২০২৪ সালের মার্চ মাস থেকে, নেপলসের জিএলএস কর্মীরা, ড্রাইভার এবং কুলিরা, তারা যে পদ্ধতিগত শোষণের শাসনের শিকার হয়েছিল তার বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গিক ধর্মঘট, গুদাম অবরোধ এবং পিকেট সহ একটি অত্যন্ত কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। ২০২৪ সালের মে মাসে, তারা সকলের জন্য পূর্ণ-সময়ের, স্থায়ী চুক্তি লাভ করে। পরবর্তীকালে, কোম্পানিটি সংগ্রাম এবং তাদের ইউনিয়নের নায়ক শ্রমিকদের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে: ষাট জনকে বরখাস্ত করার পাশাপাশি সাময়িক বরখাস্ত এবং গণ-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আরও সংগ্রামের ফলে যেসব ছাঁটাই হয়েছে, সেগুলো মূলত বিপরীত হয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, লজিস্টিক শ্রমিকদের সংগ্রাম, একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্রমবর্ধমান দ্বৈত-ব্যবহার (বেসামরিক এবং সামরিক) খাত, উত্তর ইতালিতে এবং এখন দক্ষিণেও, শ্রমিক সংগ্রামের সবচেয়ে উন্নত বিন্দুর প্রতিনিধিত্ব করেছে: একটি বিজয়ী উদাহরণ যা জানা এবং অনুসরণ করা প্রয়োজন, বিশেষ করে এই সময়ে, যেখানে ভেনেটোতেও শত শত কর্পোরেট সংকটের পরিস্থিতি মাথাচাড়া দিচ্ছে, ভেনিস এলাকায় ২০১৯ সালের তুলনায় অতিরিক্ত বেতনের ঘন্টা দ্বিগুণ হয়েছে।

আমরা নেপলসের কিছু জিএলএস কর্মীর সাথে এটি সম্পর্কে কথা বলি।

শনিবার ১৫ মার্চ বিকাল ৫.০০ টায়

বেনিফিট ডিনার রাত ৮.৩০ মিনিটে

টুটিনপেডি পিয়াজ্জা ক্যানোভা ১ মেস্ট্রেতে

আমরা আমাদের জীবনযাত্রার জন্য, যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সমর্থন করি এবং
ঐক্যবদ্ধ করি: প্রতিটি সংগ্রাম অন্যটিকে শক্তিশালী করে।

ফ্যাসিবাদ বিরোধী দল প্রতিটি সবুজ পাসের বিরুদ্ধে - আমরা প্রতি মঙ্গলবার রাত ৮:৩০ টা থেকে পিয়াজ্জা ক্যানোভা ১ (ভিয়ালে সান মার্কোর বাইরে) তে মিলিত হই
- যোগাযোগের জন্য: nogpvenezia@anche.no Mestre, 2025 FIP: v. ফুসিনাতো ২৫